৫টি কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ।। লাশ আত্মীয়দের নিকট হস্তান্তর

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

চট্টগ্রাম ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল-এর রায়ে দণ্ডিত ১২জন সামরিক অফিসারের মৃত্যুদণ্ডাদেশ গত মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাত্রির পরে পাঁচটি কারাগারে কার্যকর করা হয়।

প্রতিরক্ষা বিভাগের লোকজন এই মৃত্যুদণ্ডগুলি কার্যকর করার আয়োজন করে। এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কারাবিভাগ তাহাদের সহযোগিতা করিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের রায় গত মঙ্গলবার জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ ব্যবস্থায় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কারাগারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয় লেঃ কর্ণেল মাহফুজুর রহমান ও ক্যাপটেন জামিল হকের। কুমিল্লা কারাগারে ফাঁসি হয় কর্ণেল নওয়াজেশ উদ্দিন, মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমদ ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের। যশোর কারাগারে ফাঁসি হয় লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার হোসেন, মেজর রওশন ইয়াজদানী ও লেঃ রফিকুল হাসান খানের। রাজশাহী কারাগারে ফাঁসি হয় ব্রিগেডিয়ার মোহসীনউদ্দিন আহমদ, মেজর কাজী মোমিনুল হক ও মেজর মুজিবুর রহমানের। ময়মনসিংহ

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

(১ম পৃঃ পর)

কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয় কর্ণেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদকে।

চট্টগ্রাম কারাগারে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন জামিল হক আই,জি, প্রিজন ব্রিগেডিয়ার এম,এ, হকের পুত্র। ১৯৭১-এ পিতা-পুত্র উভয়ে পাকিস্তানের বন্দীশিবিরে দুঃসহ দিন অতিবাহিত করেন। দশ বৎসর পর পিতার প্রশাসনে গুপ্ত কারাগারে পুত্রের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়।

যশোর হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, যশোর কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে যাইবার সময় লেঃ কঃ দেলোয়ার ও মেজর রওশন ইয়াজদানী কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু লেফটান্যান্ট রফিক শান্ত, অবিচল ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ফাঁসির পর লাশ আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল (বুধবার) সকাল ১১টার দিকে কর্ণেল রশীদের লাশ লইয়া তাঁহার মা ও মামা ময়মনসিংহ হইতে ঢাকার লেক-সার্কাসে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কর্ণেলের নবনির্মিত বাসভবনে পৌঁছেন এবং বাদ-আছর সেখানেই নামাজে জানাজা শেষে বাসভবনের পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

যতদূর জানা যায়, বিভিন্ন জেল হইতে গতকাল (বুধবার) সকালের দিকেই লাশ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কোথাও কোথাও লাশ স্থানান্তরে প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন দিয়া সহায়তা করা হইয়াছে।

গতকাল বেলা পৌনে ১টায় কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ মেজর গিয়াসের লাশ তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হস্তান্তর করেন এবং এই দিন মাগরিবের নামাজের সময় তাহার লাশ কুমিল্লার রাজাপুরে দাফন করা হয় বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।